মুহাম্মদ নামের বরকত

25-September-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতির, বাবু মা জা আ ফি ফদ্বলিস সালাত, ২/২৭ পৃ:, হাদিস: ৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মুজামুল কাবীর, সাহাল বিন সাআদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

অতএব নিজের অবস্থার প্রেক্ষিতে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; ✯ **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির জন্য বয়ান শুনবো ✯ আদব সহকারে বসবো ✯ এদিক সেদিক তাকানোর পরিবর্তে দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনযোগ সহকারে বয়ান শুনবো ✯ বয়ান শুনে এর উপর আমল করার চেষ্টা করবো

✯ বয়ানের যতটুকু অংশ মনে থাকবে, তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ে ইলমে দ্বীন প্রসারের সাওয়াব অর্জন করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরের প্রশ্ন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

বর্ণিত আছে: (মারাকিশ শহরের) পাশে একজন নেককার মহিলা বসবাস করতো, তার অভ্যাস ছিলো যখনই তার কোন দারিদ্রতা বা পেরেশান দেখা দিতো তখন উভয় হাত নিজের চেহারার উপর রাখতেন আর চক্ষু বন্ধ করে বলতো: মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (ব্যস মুহাম্মদ নামের বরকতে তার পেরেশানী দূর হয়ে যেতো)। যখন সেই মহিলাটি ইন্তেকাল করলো তো তার কোন এক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কি কবরে প্রশ্নকারী ২জন ফেরেশতা মুনকার নাকীরকে দেখেছেন? সে উত্তর দিলো: হ্যাঁ! তারা আমার কাছে এসেছিলো। তাদেরকে দেখে আমি আমার উভয় হাত আমার চেহারার উপর রেখে বললাম: মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। যখন আমি চেহারা থেকে হাত সরালাম তো তারা উভয় ফেরেশতা চলে গিয়েছিলো। **(শাওয়াহিদুল হক, আল বাবুস সাদিস, ২৩০ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভালো অভ্যাস গড়ার তাকিদ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঈমান উদ্দীপক ঘটনার মধ্যে যেখানে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের আলোচনা রয়েছে, সাথে সাথে তা থেকে এটাও শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে আমাদের উচিত পৃথিবীতে ভালো স্বভাব অবলম্বন করা, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ভালো অভ্যাস কবর ও

হাশরে মুক্তির মাধ্যম হয়ে যাবে। যেমন ✸ সুন্নাতে মুস্তফার উপর আমল করার নিমিত্তে প্রতিটি জিনিস ডান হাতে নেয়া ও দেয়ার অভ্যাস করুন, اِنْ شَآءَ الله কিয়ামতের দিন যখন আমলনামা দেয়া হবে তখন ডান হাতেই দিবে আর যার ডান হাতই আগে অগ্রসর হবে এবং যার ডান হাতে আমলনামা গেলো, সে জান্নাতে যাবে ✸ এইভাবে দুনিয়াতে মুশকিল ও পেরেশানের সময় আউল বাউল বাক্য বলার পরিবর্তে ভালো কথা মুখ দিয়ে বের করার অভ্যাস করুন, যেমন কোন বিপদ আসলো, পেরেশানী আসলো তো اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْن পাঠ করার অভ্যাস করুন, حَسْبِيَ الله (আমার জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট) বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল মদদ....! বলুন, এরকম ভালো ভালো বাক্য বলার অভ্যাস করেন তো যখন কবর ও হাশরের ভয়াবহতার সম্মুখিন হবেন, اِنْ شَآءَ الله অভ্যাস অনুযায়ী মুখ দিয়ে একই বাক্য বের হবে আর আল্লাহ পাক চান তো বিপদ দূর করে দিবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নামসমূহের গণনা করা সম্ভব নয়

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শান সমূহের মধ্যে হতে একটি শান এটাও যে তাঁর অসংখ্য নাম মুবারক রয়েছে, “পিয়ারে আক্বা কি পিয়ারি সিরাত কিতাবে” লিখা হয়েছে যে মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া কিতাবে “নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮০০ নাম মুবারক লিখা হয়েছে। সায়্যিদি আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি যখন গবেষণা (***Research***) করলাম তো ১৪০০টি নাম মুবারক পেয়েছি, আরও বলেন: (এগুলো ঐসব যা আমার জ্ঞানে সংকুলান হয়েছে নতুবা)

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক গণনা (***Counting***) করা অসম্ভব। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, খন্ড: ২৮, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬)**

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নাম

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির নবী, এজন্য প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারকের সুবাস রয়েছে। তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ✦ জান্নাতবাসীদের নিকট তাঁর নাম হলো আব্দুল করীম ✦ দোযখবাসীদের নিকট তাঁর নাম হলো আব্দুল জাব্বার ✦ আরশবাসীদের নিকট তাঁর নাম আব্দুল হামিদ ✦ ফেরেশতাদের নিকট আব্দুল মাজিদ ✦ আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام নিকট আব্দুল ওয়াহহাব ✦ জ্বিনদের নিকট আব্দুর রহিম ✦ পর্বত তাঁকে আব্দুল খালিক বলে ✦ স্থলভাগে তাঁর নাম আব্দুল কাদির ✦ জলভাগে হলো আব্দুল মুহাইমিন ✦ মাছেরা বলে তাঁর নাম আব্দুল কুদ্দুস ✦ বন্য প্রাণিরা তাঁকে আব্দুর রাজ্জাক বলে ✦ শয়তানদের কাছে আব্দুল কাহহার ✦ হিংস্র প্রাণিদের নিকট আব্দুস সালাম ✦ গবাদিপশু (যেমন: গাভি, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি) আব্দুল মুমিন নামে চিনে ✦ পাখিরা আব্দুল গাফফার নামে ডাকে ✦ আল্লাহ পাকের নিকট নাম মুবারক হলো ত্বহা আর মুমিনদের নিকট হলো তাঁর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত (***Famous***) নাম হলো মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর তাঁর উপনাম মুবারক হলো: আবুল কাসিম কেননা তিনি জান্নাত বন্টনকারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। **(আল কুওলুল বদী, আল বাবুল আউয়াল, ৮৪ পৃ:)**

www.dawateislami.net

কুরআনে করীমে মুহাম্মদ নাম

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামে কুরআনে করীম একটি পরিপূর্ণ সূরাও রয়েছে, যেটা ২৬ পারায় বিদ্যমান। এছাড়াও কুরআনে করীমে মোট ৪বার মুহাম্মদ নামটি এসেছে: (১) পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪ এ (২) পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৪০ এ (৩) পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২ এর এবং (৪) পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ২৯ এ। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য এর মধ্য হতে একটি আয়াতে করীমা শুনে নিই, আল্লাহ পাক বলেন:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا

(পারা: ২২, সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল হন এবং সম্মানীত নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক কখন রাখা হয়েছে?

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেলাদত মুবারক (***Birth***) হলো তো তাঁর দাদাজান হযরত আব্দুল মুত্তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর নাম মুবারক মুহাম্মদ রাখলেন আর এই প্রসঙ্গে অনেক রেওয়ায়েতও রয়েছে যে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন, পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত লোক যার অনুসরণ করবে আর যমিন ও আসমানে তাঁর প্রশংসা (***Praise***) করা হবে, একইবাবে প্রিয় নবী

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আম্মাজান সায়্যিদা আমিনা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا ও স্বপ্ন দেখলেন: কেউ বলছিলো যে: হে আমিনা! আপনার নিকট এই উম্মতের সর্দার আগমণ করবে, যখন তাঁর বেলাদত হবে তাঁর নাম রাখবেন মুহাম্মদ। সুতরাং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভ বেলাদত হলো তো তাঁর নাম রাখা হলো মুহাম্মদ। **(মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, আল মকসদুস সানী, ১/৩৬৪ পৃ:)**

এসব বিষয়টি এই জাহিরি দুনিয়ার দিক দিয়ে নতুবা নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক মুহাম্মদ কখন রাখা হয়েছিলো, এই বিষয়ে আল্লামা ইবনে জাওযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: যখন আল্লাহ পাক তাঁর আপন নুর থেকে নুরে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সৃষ্টি করলেন তখন সেই নুরটি আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদা করলেন, অতঃপর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠালেন তো বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য।) ঐসময় আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: لِذٰلِكَ خَلَقْتُكَ وَ سَمَّيْتُكَ مُحَمَّدًا অর্থাৎ হে প্রিয় মাহবুব! আমি আপনাকে এজন্য বানিয়েছি আর আপনার নাম রেখেছি মুহাম্মদ। **(শেহেদ ছে মিঠা নামে মুহাম্মদ, ২৮-২৯ পৃ:)**

মুহাম্মদ নামের অর্থ

সিরাতে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক নির্ভরযোগ্য কিতাব ‘রওদ্বুল উনফ’ এ রয়েছে: মুহাম্মদ নামের শাব্দিক অর্থ: اَلَّذِیْ یُحْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ অর্থাৎ ঐ সত্তা যাঁর প্রশংসা বার বার করা হয়।

(আর রউদুল উনফ, বেলাদতে রাসূলুল্লাহ, ৩১০ পৃ:)

سُبْحَانَ الله প্রতীয়মান হলো; হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই মহান সত্তা যাঁর প্রশংসা বার বার করা হয়, হাজারবার প্রশংসা করা হয়

আর কখন থেকে এই প্রশংসা করা হচ্ছে? যখন থেকে তাঁর নাম মুবারক মুহাম্মদ রাখা হয়েছে, এই নাম মুবারক কখন থেকে রাখা হয়েছে? সমস্ত মাখলুকাতের সৃষ্টিরও হাজার বছর পূর্বে, এটা থেকে বোঝা যায় যখন যমিন ও আসমান, আরশ ও কুরসি, লাওহ ও কলম, জ্বিন, মানব এবং ফেরেশতা কিছুই ছিলো না, তখনো মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশংসা করা হচ্ছিলো, এখনও এই প্রশংসা অব্যাহত রয়েছে এবং اِنْ شَآءَ الله কিয়ামত পর্যন্ত বরং কিয়ামতের পরে জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে, তখনও হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাত তথা প্রশংসা অব্যাহত থাকবে।

গুমানে নকসে জাহাঁ নেহী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এখানে একটি বিষয় চিন্তা করুন! উদাহরণস্বরুপ (***For Example***) যেই বান্দার হাজারো গুণাবলি রয়েছে, সাথে কিছু দোষ ত্রুটিও থাকে তবে তার শুধুমাত্র প্রশংসা করা হয় না কেননা যে ব্যক্তি তার গুণাবলির দিকে তাকাবে সে প্রশংসা করবে, যে তার দোষ ত্রুটির দিকে দেখবে সে তার মন্দ বিষয়াদি বর্ণনা করবে, এমন ব্যক্তি যার মধ্যে লক্ষাধিক যোগ্যতা (***Qualities***) থাকুক না কেনো যদি তার মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি থাকে তবে শুধুমাত্র তার প্রশংসা করা হবে না, তার মন্দ বিষয়াদিও বলা হয় কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মুহাম্মদ বানিয়েছেন, অর্থাৎ ঐ মহান ব্যক্তিত্ব যাঁর প্রতিটি মূহুর্ত, প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি জায়গায়, যমিন ও আসমানের আয়তনের মধ্যে শুধু প্রশংসা আর প্রশংসা করা হয়, সুতরাং এই পবিত্র নাম মুবারক দ্বারা বোঝা গেলো যে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ মহান ব্যক্তিত্ব যিনি প্রত্যেক ত্রুটি থেকে পবিত্র।

শত্রুও প্রশংসা করতে বাধ্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভেবে দেখুন! আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কিরকম চমৎকার উপমাহীন নাম দ্বারা ধন্য করেছেন। রেওয়ায়েতের মধ্যে রয়েছে: কাফিরগণ যাদের গুণাবলি দেখা নসিবই হয় না, তারা শুধুমাত্র দোষ ত্রুটিই দেখতো, তারাও যখন হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যাপারে কিছু মন্দ বলতে চাইতো সেই মহান সত্তার মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি দেখতে পেতো না কিন্তু তারপরও তারা মন্দ থেকে বিরত রইলো না, সুতরাং যখন তারা مَعَاذَ الله রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মন্দ বিষয়াদি বলতে চাইতো তখন বললো: মুহাম্মদ এমনই, মুহাম্মদ তেমনই। এখন তাদের নিজেদেরই লজ্জাবোধ হতো যে আমরা বলছি মুহাম্মদ (অর্থাৎ যার প্রশংসাই প্রশংসা করা হয়) মন্দ, সুতরাং তারা নিজেরাই নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি কাল্পনিক নাম রাখলো, এখন তারা যখনই মন্দ করতে চাইতো তো বলতো: مُذَمَّمٌ (অর্থাৎ যার মন্দই আর মন্দ করা হয়) সে এমনই। যখন তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করলো তো বুখারি শরীফের হাদিসে পাকে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: (হে আমার সাহাবারা!) তোমরা কি আশ্চর্য হও না যে আল্লাহ পাক আমাকে কিভাবে কাফেরদের গালি থেকে হেফাযত করেছেন, তারা مُذَمَّمٌ কে গালমন্দ করে وَاَنَا مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর আমি مُذَمَّمٌ নই বরং আমি তো মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

(বুখারি, কিতাবুল মানাকিব, মাজা আ ফি আসমায়ি রাসূলিল্লাহ, ৯০৩ পৃ:, হাদিস: ৩৫৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি অবাক যে আমার বাদশাহের ব্যাপারে কি বলবো তোমাকে!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অর্থের (***Meaning***) দিক দিয়ে খুবই সুন্দর নাম মুহাম্মদের আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। মনযোগ দিন! যেই বান্দার বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ (***Limited***) থাকে, তার প্রশংসাও সীমাবদ্ধ হবে, যেমন এক বান্দার ১০০টি গুণ রয়েছে, এখন তার প্রশংসা করুন, একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো, দ্বিতীয়টি বর্ণনা হলো, তৃতীয়টি বর্ণনা হলো, সর্বশেষ ১০০ টির ১০০ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হবে তো প্রশংসা শেষ হয়ে যাবে, এইভাবে কারো লক্ষ বৈশিষ্ট্য থাকে তো তার প্রশংসা করা শুরু হয় তো শেষ পর্যন্ত গিয়ে প্রশংসা শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম হলো মুহাম্মদ, যাঁর অর্থ হলো: ঐ সত্তা যার ব্যস প্রশংসা আর প্রশংসাই করা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য এটা যে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সত্তা যখন থেকে যমিন সৃষ্টি হয়েছে, যখন থেকে আসমান সৃষ্টি হয়েছে, যখন থেকে চাঁদ, তারকা, সূর্য সৃষ্টি হয়েছে, যখন থেকে মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশতা সৃষ্টি হয়েছে, তার হাজার বছর পূর্বে থেকেও তাঁর প্রশংসা করা হচ্ছে আর কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে চলতে থাকবে, অর্থাৎ এটা ঐ সত্তা যাঁর প্রশংসার কোন শেষ নেই যেখানে প্রশংসার কোন শেষ নেই তো বোঝা গেলো তাঁর গুণাবলিরও কোন শেষেই নেই।

যদি সমুদ্রের পানি কলমের কালি হয় তবে...!!

আল্লাহ পাক কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا

(পারা: ১৬, সূরা কাহাফ, আয়াত: ১০৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলে দিন, যদি সমুদ্র আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ লেখার জন্য কালি হয়, তবে অবশ্যই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আমার প্রতিপালকের বাণীসমূহ শেষ হবে না, যদিওবা আমি অনুরুপ আরো (সমুদ্র) এর সাহায্যার্থে নিয়ে আসি।

এই আয়াতে করীমায় كَلِمٰتُ শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এই প্রসঙ্গে মুফাসসিরে কেরামদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ইসলামী চিন্তাবিদ (***Researchers***) এর দৃষ্টিতে আল্লাহ পাকের বাণীর অংশবিশেষ كَلِمٰتُ শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, এখন আয়াতে করীমার অর্থ হবে যদি সমুদ্রের পানি কলমের কালি হয় আর সারা পৃথিবীর লিখার কলম নিয়ে সেই পানির মাধ্যমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলি লিখা শুরু করে, যদিওবা এই সমুদ্রের সমান পানি সেটাতে আরও যুক্ত করে, তারপরও সেই কালি (**Ink**) শেষ হয়ে যাবে কিন্তু রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য শেষ হবে না।

(মাদারিজুন নবুয়ত, বাবুস সাওম, ১/৭৩ পৃ:)

মুহাম্মদ শব্দের সংখ্যার মধ্যে আশ্চর্যকর রহস্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হয়তো আমরা সকলে জানি যে মুহাম্মদ শব্দের সংখ্যা কতো? ৯২। মনে রাখবেন! এই যে ৯২ সংখ্যা, এটা عِلْمِ اَبْجَد এর দৃষ্টিতে। সংখ্যা বের করার আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে, যেটাকে عِلْمُ الْبَسْط বলা হয়, এটা অনুযায়ী মুহাম্মদ নামের সংখ্যা ৯২ নয় বরং ৩১৩ টি। **(আল হাকিকাতুল মুহাম্মদিয়া, ৬৩২ পৃ:)**

ওলামায়ে কেরামগন বলেন: আল্লাহ পাক প্রায় একলাখ ২৪ হাজার আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা রাসূল, তাঁদের সংখ্যা হলো ৩১৩ আর মুহাম্মদ শব্দের عِلْمِ بَسْط এর দৃষ্টিতে সংখ্যাও ৩১৩টি, এতে ইশারা রয়েছে যে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই ৩১৩জন রাসূলের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের ক্ষমতা, উচ্চ মর্যাদা ও গুণাবলির অধিকারী।

সমস্ত নবীদের গুণাবলির অধিকারি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটা একটা ইশারা ছিলো, নতুবা প্রকৃত অর্থ এটা যে পূর্বে যতো আম্বিয়া ও রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁদের সকলকে যতো গুণাবলি, যতো পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐসব গুণাবলি ও পরিপূর্ণতা দান করা হয়েছে বরং সত্য কথা তো এটা যে তাঁরা সকলে যা কিছু পেয়েছেন সব নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকাই পেয়েছেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে করীমে অনেক নবীদের আলোচনা করার পর বলেন:

اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এরা হচ্ছে এমন সব লোক, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়ত

فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ করেছেন। সুতরাং তাদেরই পথে চলো।

(পারা: ৭, সূরা আনআম, আয়াত: ৯০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন: অর্থাৎ হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام অনেক গুণাবলি ও পরিপূর্ণতা দান করেছিলাম, আপনি ঐসকল গুণাবলি ও পরিপূর্ণতার অধিকারি হয়ে যান যেসব গুণাবলি তাঁদের মধ্যে একটি করে, দুইটি করে ছিলো ঐসবকিছু আপনার মধ্যে রয়েছে, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবনী এই আয়াতের জ্বলন্ত ব্যাখ্যা। এরদ্বারা বোঝা গেলো; আল্লাহ পাক তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে গুণাবলির সমষ্টি করে বানিয়েছেন অর্থাৎ সমস্ত নবীদের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে একত্রিত করেছেন। **(তাফসীরে নঈমী, পারা: ৭, সূরা আনআম, আয়াতের পাদটিকা: ৯০, ৭/৬১৩-৬১৪ পৃ:)**

মুহাম্মদ নাম ও আকিদায়ে খতমে নবুয়ত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় নাম মুহাম্মদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামগণ খুব সুন্দর একটি পয়েন্ট বর্ণনা করেছেন, বলেছেন: মুহাম্মদ শব্দটি حَمْد থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর হামদ সর্বদা শেষে করা হয়ে থাকে, যেমন ✯ আমরা খাবার খায় তো শেষে বলি: اَلْحَمْدُ لِلّٰه ✯ যখন পানি পান করি শেষে বলি: اَلْحَمْدُ لِلّٰه এইভাবে যেকোন কাজ হোক, সেটা করার পর হামদ করে থাকি, এই পর্যন্ত যে আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে বলেন:

وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে এ'যে,

الْعٰلَمِیْنَ
(পারা: ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০)

সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

প্রতীয়মান হলো; হামদ তথা প্রশংসা শেষেই করা হয়ে থাকে, এখন পূর্ববর্তী নবীদের নাম দেখে নিন! তাঁদের মধ্যে কারো নাম মুহাম্মদ ছিলো না, কেনো? এজন্য যে তখনো নবুয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো, আল্লাহ পাক সবার শেষে মুহাম্মদ মুস্তফা, আহমদে মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রেরণ করেছেন, তাঁর নাম মুহাম্মদ রেখে এটা বলে দিয়েছেন যে এখন প্রশংসা করা হয়ে গেছে, সুতরাং এখন তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না।

মুহাম্মদ শব্দের প্রতিটি অক্ষরের আলাদা আলাদা হিকমত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম মুহাম্মদ খুবই (***Unique***) অনন্য। এটার প্রতিটি অক্ষরে আলাদা আলাদা হিকমত রয়েছে। একবার খাজা কমরুদ্দীন সিয়ালবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপস্থিত ছিলেন আর নাতখানি হচ্ছিলো, তার মাঝে নাতখাঁ এই শে,রটি পড়লো:

আসসলাম! এ্যয় মীম, হা অর মীম দাল
আসসলাম এ্যয় বে নযির ও বে মেছাল

এটার উপর এক ব্যক্তি আরয করলো: হুযুর! এই শে,রের মধ্যে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারককে ভেঙ্গে পড়া হয়েছে, এটা তো বেয়াদবি? খাজা কমরুদ্দীন সিয়ালবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: না..!! এটা বিয়াদবি নয় কেননা মুহাম্মদ নামের প্রতিটি অক্ষরের অসংখ্য বরকত

www.dawateislami.net

রয়েছে, এজন্য ইশক সম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রতিটি অক্ষরের আলাদা আলাদা বরকত অর্জন করার জন্য সেটাকে পৃথক পৃথকভাবে পড়ে থাকে। অতঃপর তিনি আরবদের একটি শে,র পড়লেন:

مُحَمَّدٌ مِيْمُهٗ مَوْتٌ لِكُفْرِ حَيَاةُ الْقَلْبِ لِلْمُؤْمِنِ بِحَاءٍ
وَمِيْمٌ ثَانِيْ مَوْجُ الْمَوَاهِبِ وَدَالُ خَيْرٍ دَالٌ لَا اِشْتِبَاهٍ

অর্থাৎ মুহাম্মদ শব্দের প্রথম মীম কুফরের মৃত্যু আর সেটার হা এর মধ্যে মুসলমানদের অন্তরের হায়াত (অর্থাৎ জীবন), সেটার দ্বিতীয় মীম মাওয়াহিব অর্থাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান ও অনুদানের আলোচনা রয়েছে আর সেটার দাল প্রতিটি কল্যাণের দাল (অর্থাৎ পথপ্রদর্শক)। এতে কোন সন্দেহ নেই। **(ওয়াসায়িলে ফেরদাউস, ৫১ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুহাম্মদ দো'জানের মালিক ও মুখতার

سُبْحَانَ الله! কেমন সুন্দর নাম, যেটার প্রতিটি অক্ষরে হিকমত নিহিত রয়েছে। দরুদে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব "দালায়িলুল খয়রাত"এ রয়েছে: মুহাম্মদ শব্দের উভয় মীমের অর্থ: مُلک (অর্থাৎ বাদশাহী), হা এর মানে: رَحْمَت (রহমত) ও দাল এর অর্থ: دَوَام (অর্থাৎ সর্বদা)।

উদ্দেশ্য হলো এটা যে مُلک (অর্থাৎ বাদশাহী) ২টি: (১) একটি পৃথিবীর বাদশাহী এবং (২) দ্বিতীয়ত আরিখরাতের বাদশাহী, সুতরাং মুহাম্মদ শব্দের এই ৪টি হরফে ইশারা রয়েছে আল্লাহ পাক উভয় জাহানের

রহমত, দয়া ও অনুগ্রহ ভরা বাদশাহী সব সময়ের জন্য মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করেছেন।

মুহাম্মদ নাম জান্নাতে প্রবেশকারী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটা তো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক মুহাম্মদ এর বরকত, যদি কেউ এই নাম মুবারকের বরকত নেয়ার জন্য নিজের বাচ্চাদের নাম মুহাম্মদ রাখে তবে তারও অনেক বরকত নসিব হয়ে থাকে: ✱ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: যার পুত্র সন্তান জন্ম হলো আর সে আমার ভালোবাসা ও বরকত হাসিলের জন্য তার নাম মুহাম্মদ রাখলো তো সে এবং তার পুত্র উভয়ে জান্নাতে যাবে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, আল বাবুস সাবি, আল ফসলুল আউয়াল, অংশ: ১৬, খন্ড: ৮, পৃ: ১৭৫, হাদিস: ৪৫২১৫)** ✱ এক হাদিসে পাকে রয়েছে: যে আমার নাম থেকে বরকতের আশা করে আমার নামে নাম রাখলো, কিয়ামতের পর্যন্ত সকাল ও সন্ধা তার উপর বরকত নাযিল হতে থাকবে।

(আল আহাদুল মাছানী লি ইবনে আবি আসিম, খন্ড: ৫, পৃ: ২৭৫, হাদিস: ২৮০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

اِنْ شَآءَ الله পুত্র সন্তান হবে

ইমাম আতায়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে এটা চাই যে তার স্ত্রীর গর্ভে ছেলে সন্তান হোক তার উচিত নিজের হাত তার স্ত্রীর পেঠের উপর রেখে বলা: اِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُهٗ مُحَمَّدًا অর্থাৎ যদি এটা ছেলে সন্তান হয় তবে আমি তার নাম রাখলাম মুহাম্মদ। اِنْ شَآءَ الله পুত্র সন্তান হবে।

(আজবিয়াতুল মারদিয়াতু লিস সাখাভী, অংশ: ১, পৃ: ৩৮১, হাদিসের ব্যাখ্যা: ১০০)

www.dawateislami.net

বেয়াদবি যেনো না হয়

সদরুশ শরীয়া বদরুত তরিকা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: মুহাম্মদ অনেক সুন্দর একটি নাম, এই নামের অনেক প্রশংসা হাদিসে পাকে এসেছে। যদি তাসগির (অর্থাৎ বিকৃত হওয়ার) আশংখা না থাকে তো এই নামটি রাখুন আরেকটি বিষয় হলো এটি যে আকিকার নাম যেনো এটি হয় এবং ডাকার জন্য অন্য কোন নাম নির্দিষ্ট (***Suggest***) করবেন এবং তাসগির করা থেকেও বেঁচে যাবেন।

(বাহারে শরীয়ত, ৩/৩৫৬ পৃ:, অংশ: ১৫)

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পদ্ধতি

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার সকল পুত্রের আকিকার মধ্যে শুধুমাত্র মুহাম্মদ নাম রেখেছি অতঃপর সম্মানীত নামটির আদব রক্ষার্থে এবং চেনার জন্য ডাক নাম আলাদা আলাদা রেখেছি। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৬৮৯ পৃ:)**

আশিকে আ'লা হযরতের পদ্ধতি

যখন শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে কেউ কারো নাম রাখার আবেদন (***Request***) করে তো সাধারণত তিনি সেই শিশুর নাম রাখেন: মুহাম্মদ আর ডাকার জন্য ডাক নাম রাখেন: রজব।

বাচ্চার নাম মুহাম্মদ রাখেন তো সম্মান করুন

যখন কেউ তার ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখবেন তো তার উচিত এই নামের সম্পর্কে কারণে তার সাথে সদাচারণ করা এবং তার সম্মান (***Respect***) করা। মাওলা মুশকিল কোশা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমার ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখবে তো তার সম্মান বজায় রাখো এবং মজলিসে তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করো আর তাকে কোন মন্দ বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত করো না। **(তারিখে বাগদাদ, ৩/৩০৫ পৃ:, নং: ১৩৯৮)** অপর এক হাদিসে রয়েছে রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যখন ছেলের নাম মুহাম্মদ রাখবে তো তাকে প্রহার করবে না এবং বঞ্চিত করবে না।

(মুসনদে বাযযার, ৯/৩২৭ পৃ:, হাদিস: ৩৮৮৩)

গউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ নামের আদব প্রদর্শন করলেন

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আসল নাম মুহাম্মদ। তিনি বলেন: একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম যে গউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ গউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে আরয করলো: মুহাম্মদ আব্দুল হক এসেছে আর সালাম পেশ করছে। এটা শুনতেই গউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ দাড়িয়ে গেলেন আর আমাকে বুকে টেনে দিলেন, অতঃপর বললেন: তোমার উপর জাহান্নাম হারাম। শায়খ মুহাক্কিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: গউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর এই দয়া এই কারণে ছিলো যে আমার নাম মুহাম্মদ। **(মাদারিজুন নবুয়ত, বাবু পঞ্জম, ১/১৩৩)**

অনেক ইসলামী ভাইয়ের নামের ব্যাপারে জানতে ও ইসলামী নামসমূহ জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব নাম রাখার আহকাম অধ্যয়ন করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুহাম্মদ নাম থেকে বরকত নেয়ার, সেটার প্রতি আদব প্রদর্শন করার ও আজীবন এই নাম মুবারকটি অযিফা বানিয়ে রাখার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মাদরাসাতুল মদীনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আপনারা চান যে আপনার শিশুরা ছোটবেলা থেকেই আশিকানে রাসূলের কাতারে শামিল হয়ে সুন্নাতের উপর আমলকারী হয়ে যাক তবে পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই, ✲ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কৃপাদৃষ্টিতে দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনাধীন শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা (বালক) ও কন্যা সন্তানদের জন্য মাদরাসাতুল মদীনা (বালিকা) প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাতে তাজভীদ ও সহীহ কিরাত সহকারে কুরআনে মজিদ পড়ানো হয়ে থাকে। কুরআন পড়া ও শোনাও সব সাওয়াবের কাজ। কুরআনে করীমের একটি অক্ষর পড়লে ১০টি নেকীর সাওয়াব পাওয়া যায় আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه কুরআনে পাক প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হিদায়তের মাধ্যমও। এটার উপর আমল করা উভয় জাহানে সফলতার কারণ। কিন্তু মনে রাখবেন! আমল করার জন্য সেটাকে সহীহভাবে পড়া, শিখা ও অনুধাবন করা জরুরী কিন্তু আফসোস শতকোটি আফসোস! আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক কুরআনে করীম পড়া, শিখা, অনুধাবন করা ও সেটার উপর আমল করা থেকে দূর সরে যাচ্ছে। অথচ এটা শিখার

ব্যাপারে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه۔ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে যে নিজে কুরআন শিখে ও অপরকে শেখায়। **(বুখারি, ৩/৪১০ পৃ:, হাদিস: ৫০২)** কুরআনে করীম শিখা কি পরিমাণ জরুরী এই প্রসঙ্গে সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এতটুকু তাজভীদ (শিখা) যে প্রতিটি হরফ অন্য হরফ থেকে সঠিকভাবে আলাদা হয় ফরযে আইন। এটা ব্যতীত নামায বাতিল। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩/২৫৩ পৃ:)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন, দাওয়াতে ইসলামী পরিচালনায় হাজারো মাদরাসা তথা মাদরাসাতুল মদীনা এই দ্বীনি কাজের জন্য নিয়োজিত রয়েছে। আপনাদের নিকট অনুরোধ আপনাদের সন্তানদের তাজভীদ ও সহীহ কিরাত সহকারে কুরআনে পাক শিক্ষা দিতে, তাদের উত্তম চরিত্রের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে নেককার বানাতে এবং তাদেরকে নিজেদের জন্য সদকায়ে জারীয়া বানানোর জন্য মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি করিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের সমাপ্তিকালে সুন্নাতের ফযিলত ও কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। হুযুর বী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ যে আমার আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(তারিখে দামেস্ক, ৯/৩৪৩ পৃ:)**

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা!
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

সাজসজ্জার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন সাজসজ্জার সুন্নাত ও আদব শুনি:

✸ মানুষের চুলের বিনুনি বানিয়ে মহিলারা নিজেদের চুলে বাঁধা হারাম। হাদিসে পাকে তার উপর লানত এসেছে বরং তার উপরও লানত এসেছে যে অন্য কোন মহিলার মাথায় মানুষের চুলের বিনুনি বানায়। **(দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫)** ✸ যদি ঐ চুল যেগুলো বিনুনি বানানো হয়েছে স্বয়ং ঐ মহিলার চুল হয় যার মাথায় বিনুনি বানানো হয়েছে তারপরও নাজায়িয। **(দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫)** ✸ কালো সুতো বিনুনি ইসলামী বোনদের মাথায় লাগানো জায়িয। **(দুররে মুখতার, ৯/৬১৪-৬১৫)** ✸ মেয়েদের নাক ছেদন করা জায়িয। **(দুররে মুখতার,৯/৫৯৮)** ✸ অনেক লোক ছেলেদের কান ছেদন করিয়ে থাকে এবং চুল ইত্যাদি পরিধান করে এটা নাজায়িয। অর্থাৎ কান ছেদন করাও নাজায়িয এবং তার অলংকার পড়াও নাজায়িয। **(দুররে মুখতার, ৯/৫৯৮)** ✸ মহিলাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো জায়িয। ছোট ছেলে বাচ্চাদের হাতে পায়ে মেহেদী লাগানো নাজায়িয, মেয়ে শিশুদের লাগাতে কোন অসুবিধা নেই। **(দুররে মুখতার, ৯/৫৯৯)** ✸ প্রাণিদের ছবি বিশিষ্ট পোশাক কখনো পরিধান করবেন না আর না পশুর অথবা মানুষের বাচ্চার ছবি বিশিষ্ট স্টিকার নিজের কাপড়ে লাগাবেন, আর না ঘরে টাঙাবেন। ✸ নিজের বাচ্চাদের এমন "বাবা সুট" পরিধান করাবেন না যেগুলোর উপর প্রাণি ও মানুষের ছবি থাকে। ✸ মহিলাদের নিজের স্বামীর জন্য জায়িয জিনিসের মাধ্যমে সজ্জিত হওয়া তবে ঘরের চার দেয়ালের ভিতর সাজুগুজু করবেন এবং মেকআপ করে এবং সজ্জিত হয়ে ঘরের বাহিরে যাবেন না কেননা আমাদের সুপারিশকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলারা পরিপূর্ণ সতর (অর্থাৎ গোপন রাখার বস্তু) যখন কোন মহিলা বাহিরে বের

হয় তখন শয়তান উকি মেরে দেখে। **(তিরমিযী, কিতাবুর রাযায়ি, বাবু (১৮), হাদিস: ১১৭৬, ২/৩৯২)** ✹ খালি মাথায় ঘুরাফেরা করা সুন্নাত নয়। সুতরাং ইসলামী ভাইদের উচিত নিজেদের মাথায় পাগড়ী শরীফের তাজ সজ্জিত রাখা কেননা এটি আপন উম্মতদের জন্য অশ্রু প্রবাহিতকারী প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক পছন্দনীয় সুন্নাত। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬/৫৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন ধরণের হাজারো সুন্নাত শিখতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত দু'টি কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড (৩১২ পৃষ্ঠা) এছাড়া ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"**, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** ও **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد